ঈদের সিনেমায় অভিষেক ৫ অভিনেত্রীর

*এবারের ঈদে মুক্তি পেয়েছে ১১টি সিনেমা। এই সিনেমাগুলোর মাধ্যমে ঢালিউডে অভিষেক হয়েছে ৫ জন নতুন অভিনেত্রীর। চলুন জেনে নেই তাদের সম্পর্কে। **অপরাজিতা জামানের** প্রতিবেদন*

মন্দিরা চক্রবর্তী

ঢালিউডে অভিষিক্ত ছয় অভিনেত্রীর মধ্যে সেরা সংযোজন বলা হচ্ছে মন্দিরাকে। কাজলরেখা সিনেমার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। নাচের মেয়ে মন্দিরার ছেলেবেলা কেটেছে খুলনায়। ছোটকাল থেকেই তার নৃত্যের সঙ্গে ওঠাবসা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিতেন তালিম। তবে আজকের এই অবস্থানের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান তার মায়ের। মা স্বপ্ন দেখতেন মেয়ে বড় হয়ে নাম করবেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েকে নিয়ে যেতেন তিনি। মন্দিরাও মায়ের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়েছেন একটু একটু করে। প্রাপ্তির ঝুড়িতে ছোটবেলায়ই এসেছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

এরপর ২০১২ সালে চ্যানেল আই আয়োজিত সেরা নাচিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন মন্দিরা। প্রতিযোগিতায় রানার আপ হওয়ার মাধ্যমে পা রাখেন শোবিজে। ব্যস্ত হতেও সময় লাগেনি। নাটক, বিজ্ঞাপনে অংশ নেন। সৌন্দর্য ও অভিনয় গুণ কোনোটাই কম ছিল না তার। ফলে সিনেমায় কাজের সুযোগ আসতে থাকে। তবে সাড়া দেননি মন্দিরা। কেননা মনের কথা মেনে চলেন তিনি। মন সায় দিচ্ছিল না। তাই সিনেমায় কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যুক্ত হননি ওই ছবিগুলোতে। তাই বলে খুব একটা অপেক্ষাও করতে হয়নি। মনপুরা খ্যাত নির্মাতা গিয়াসউদ্দিন সেলিমের হাতে তখন ৪০০ বছর আগের একটি গল্প। রূপকথার সে গল্প দিয়ে 'কাজল রেখা' সিনেমা বানাবেন তিনি। খুঁজছিলেন পর্দার কাজল রেখাকে। মন্দিরার মাঝে রূপকথার নায়িকাকে খুঁজে পান তিনি। প্রস্তাব দিতেও দেরি করেন না। এদিকে সেলিমের প্রস্তাব পেয়ে মনে হচ্ছিল মন্দিরা যেন এই ডাকটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। মাত্র পাঁচ বয়সে মনপুরা ছবি দেখে ভক্ত হয়েছিলেন তার। জীবনের প্রথম দেখা সিনেমার নির্মাতার হাত ধরে সিনেমায় অভিষেক হওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই আনন্দের। তাই আর না করেননি। একবাক্যে কাজল রেখা হতে রাজি হয়ে যান। ছবিটির জন্য তিন বছর কোনো কাজ হাতে নেননি। তাকে তৈরি করেছেন গিয়াসউদ্দিন সেলিম। তারই ফলস্বরূপ পর্দায় দ্যুতি ছড়াচ্ছেন এ নায়িকা।

সাদিয়া আয়মান

অভিনয় ও শিশুসুলভ অবয়ব দিয়ে এরইমধ্যে দর্শকের মাঝে ছোটপর্দার অভিনেত্রী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন সাদিয়া আয়মান। এবার 'কাজল রেখা' সিনেমা তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বড়পর্দার নায়িকা হিসেবে। তবে সিনেমার সাদিয়ার সঙ্গে এখনকার সাদিয়ার রয়েছে বিস্তর তফাৎ। ছবিতে তাকে দেখা গেছে সদ্য কিশোরি হিসেবে। তখন তিনি কিশোরি ছিলেন।

'কাজল রেখা'য় যখন অভিনয় শুরু করেন তখন ছোটপর্দায়ও সবে অভিষেক হয়েছে তার। টুকটাক বিজ্ঞাপন করছেন। ছিল না আজকেই এই জনপ্রিয়তা। তাই ছবিতে নাম লেখালেও অতটা উচ্চবাচ্য হয়নি তাকে নিয়ে। বেশ নীরবেই কাজ শুরু করেন। এদিকে ছবির কাজ শেষ হলেও নানা কারণে একধিকবার মুক্তি পেছাতে থাকে। ততদিনে কেটে গেছে বেশ খানিকটা সময়। নাটকে সময়টা জমে গেছে সাদিয়ার। টিভি বা ইউটিউব খুললেই দেখা যায় তাকে। ফলে সিনেমার নায়িকা হওয়ার আগেই নাটকের নায়িকা হিসেবে দর্শকের সাথে পরিচিত হন তিনি।

সাদিয়া আয়মানের জন্ম বরিশালে। বেড়ে ওঠাও সেখানে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ঢাকায় এসেছিলেন পড়াশুনার উদ্দেশ্যে। লেখাপড়া নিয়েই ছিলেন। সব পাল্টে দেয় একটি ফেসবুক পোস্ট। ২০১৯ সালের ঘটনা। একদিন ফেসবুকে এক নির্মাতার পোস্ট নজরে পড়ে তার। তিনি তার নাটকের জন্য অভিনেত্রী খুঁজছিলেন। ওই নির্মাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন সাদিয়া। ফলাফল আশানুরূপ হলেও বেঁকে বসেন তার বাবা-মা। অভিনয়ে ছিল তাদের ঘোর আপত্তি। মেয়ের সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে সেসব প্রতিবন্ধকতা সাদিয়ার পথচলা থামিয়ে রাখতে পারেনি। একসময় দর্শকের মন জয় করার পাশাপাশি বাবা-মায়ের মনও জয় করে নেন তিনি। এবার তো মন জয় করে নিয়েছেন সিনেমাপ্রেমীদের।

জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা

দীর্ঘদিন পর অভিনয়ে ফিরেছেন জায়েদ খান। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এক নতুন নায়িকাকে। নাম জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা। 'সোনার চর' ছবির মাধ্যমে সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে তার। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর তার কন্যা শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে আসার সময়ের গল্প নিয়ে তৈরি সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জাহিদ হোসেন। ইতিহাস থেকে নেওয়া এ ছবি দিয়েই ঢালিউডে এন্ট্রি নিচ্ছেন স্নিগ্ধা। তবে ছবির প্রচারে থাকতে পারেননি এ নায়িকা। কারণ পড়ালেখায় ব্যস্ত তিনি। আছেন দেশের বাইরে। তবে নিজের প্রথম সিনেমা নিয়ে উচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধা।

কোর্টনি কফি

ঈদের ছবির মাধ্যমে ঢালিউডে নাম লেখানো অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন মার্কিনিও আছেন। তিনি কোর্টনি কফি। আলোচিত সিনেমা 'রাজকুমার'র মাধ্যমে ঢালিউডে অভিষেক হয়েছে তার। শুধু ঢালিউডে নয়, রাজকুমার তার ক্যারিয়ারেরই প্রথম সিনেমা। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি শর্ট ফিল্মে অভিনয় করেছেন তিনি। শাকিব খানের সুবাদে কোর্টনির সঙ্গে দেশের সিনেমা প্রেমীদের পরিচয় হয়েছে আগেই। বছর দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে মহরত হয় সিনেমাটির। ওইদিন শাকিবের নায়িকা হিসেবে প্রথম সামনে আনা হয় কোর্টনিকে। সেসময় কিছু ভুল তথ্য ছড়িয়েছিল তাকে নিয়ে। বলা হয়েছিল, কোর্টনি হলিউড অভিনেত্রী। বিষয়টি সঠিক নয়। হলিউডের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র পর্যন্ত নেই তার।

কোর্টনি কফির প্রকৃত নাম কোর্টনি বিসনেট। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় তার ধ্যানজ্ঞান। পড়াশোনার বিষয় হিসেবেও বেছে নিয়েছিলেন অভিনয়। আমেরিকার দ্য নেইবরহুড প্লে হাউজ অব স্কুল থেকে তিনি অভিনয়ের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের থিয়েটারে বেশ পরিচিত কোর্টনি। শুধু থিয়েটারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বেশকিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এরমধ্যে দ্য স্ট্রম, কারেন্টলি দ্য ডিবেট, এভেন্জ এন্জেলস অন্যতম।

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার কোর্টনি একজন প্রযোজকও বটে। বেশ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ফিচার ফিল্ম প্রযোজনা করেছেন। শাকিব খানের নতুন সিনেমা 'রাজকুমার'র কোর্টনির যোগাযোগ একটি কাস্টিং এজেন্সির মাধ্যমে। তবে নায়িকা হিসেবে নাম লেখানোটা তার জন্য মোটেই সহজ ছিল না। ঢালিউড কিংয়ের সাথে অভিনয় করতে ৮৬ জন তরুণী ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। সেই দলে কফিও ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ৮৬ জন থেকে বাছাই করা হয়েছিল দশ জনকে। সেই দশজন থেকে সর্বশেষ টিকে যান কোর্টনি, নির্বাচিত হন কিং খানের রাজকুমারী হিসেবে।

সুপ্রভাত ইসলাম

গেল বছর ঈদে দর্শকের মনে কৌতুহল জাগিয়েছিল জ্বীন সিনেমা। ছবিটি দেখতে হলে ছুটেছিলেন অনেকে। করেছিলেন প্রশংসাও। ওই জায়গা থেকেই এবার ঈদে জাজ মাল্টিমিডিয়া এনেছে ভৌতিক সিনেমাটির দ্বিতীয় কিস্তি 'মোনা: জ্বীন টু'। প্রথম পর্বে কেন্দ্রীয় চরিত্রে পূজা চেরি থাকলেও এবারে ঢালিউডে অভিষেক ঘটেছে এক নতুন মুখের। নাম সুপ্রভাত ইসলাম। তিনি অভিনয় করেন আগে থেকেই। শুরুটা হয়েছিল অল্প বয়সে। একটি ধারাবাহিক নাটকের মাধ্যমে টিভি অভিনেত্রী হিসেবে নাম লেখান। প্রথম নাটকে পরিচালক হিসেবে পেয়েছিলেন ঢাকা অ্যাটাক খ্যাত নির্মাতা দীপংকর দীপনকে। তিনি বলেছিলেন, চেহারা ভালো হলেই অভিনেত্রী হওয়া যায় না; চর্চা করতে হয়, অভিনয় জানতে হয়। দীপনের ওই পরামর্শ পাথেয় করে পথ চলেছেন সুপ্রভাত। বর্তমানে পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত। পড়ালেখা শেষ হলে অভিনয় নিয়ে ভাবতে চান তিনি।